

বরিশাল বাদে সব পলিটেকনিকে 'শাটডাউন' কর্মসূচি



ছবি: সংগৃহীত

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ৩০ এপ্রিল ২০২৫ | ২৩:৫৬ | আপডেট: ০১ মে ২০২৫ | ০০:৩০

(-) (অ) (+)

ছয় দফা দাবিতে দেশের ৪৮টি সরকারি পলিটেকনিকে তালা ঝুলিয়ে 'শাটডাউন' চলছে। তবে বরিশাল পলিটেকনিক ইনসিটিউট ক্লাস চালিয়ে গেলেও পরীক্ষা ও ফরম পূরণ বর্জন করছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'কারিগরি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের' দপ্তর সম্পাদক সাবির আহমেদ জানান, নতুন কর্মসূচি ঘোষণার আগ পর্যন্ত 'শাটডাউন' চলবে।

বরিশালের শিক্ষার্থী আয়ুব নবী বলেন, পরিকল্পিতভাবে আন্দোলন চালাচ্ছি। তবে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হবে না।

এর আগে গত সোমবার রাতে কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের দপ্তর সম্পাদক সাবির আহমেদের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রূপরেখা প্রণয়ন না করা পর্যন্ত মঙ্গলবার থেকে সব পলিটেকনিক ইনসিটিউটে একযোগে শাটডাউন কর্মসূচি চলবে। দাবি না আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি

চলবে।

শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে- জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতির হাইকোর্টের রায় বাতিলসহ ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর পদবি পরিবর্তন। ২০২১ সালের বিতর্কিত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি অন্তিবিলম্বে বাতিল; ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চার বছর মেয়াদি অব্যাহত রাখা এবং মানসম্মত সিলেবাস ও কারিকুলাম আধুনিক বিশ্বের আদলে প্রণয়ন; উপসহকারী প্রকৌশলী ও সমমান (দশম গ্রেড) পদে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মনোটেকনোলজি (সার্ভেয়়িং) থেকে পাস করা শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য কেউ আবেদন করতে পারবে না। প্রাইভেট সেক্টরে ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা ছাত্রদের ন্যূনতম দশম গ্রেডের বেসিক অর্থাৎ ১৬ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে; ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মনোটেকনোলজি থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য আধুনিক বিশ্বের আদলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির গেজেট পাস এবং বর্তমানে প্রস্তাবিত চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, নড়াইল, খাগড়াছড়ি) শতভাগ সিট নিশ্চিত করা।

ছয় দাবিতে কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছেন পলিটেকনিক ইনসিটিউটের শিক্ষার্থীরা। স্মারকলিপি, মানববন্ধন ও ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের পর গত ১৬ এপ্রিল সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সাতরাস্তা মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা। তাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ওই দিন জেলায় জেলায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। দিনভর বিক্ষোভ-অবস্থানের পর সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীরা ঘোষণা দেন, ১৭ এপ্রিল সকাল থেকে তারা সারাদেশে

রেলপথ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করবেন। তবে রাতে সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানোয় তারা কর্মসূচি সাময়িক শিথিল করেন। এর পর সচিবালয়ে বৈঠকে যান। তবে বৈঠকে ডেকে তাদের সঙ্গে 'প্রতারণা করা হয়েছে' বলে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

এর পর ২২ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।